পল্লী দারিদ্র্য বিমোচন ফাউন্ডেশন (পিডিবিএফ)

উপজেলা দারিদ্র্য বিমোচন কর্মকর্তার কার্যালয়

ভান্ডারিয়া উপজেলা পরিষদ

ভান্ডারিয়া, পিরোজপুর।

প্রকল্পের নামঃ	প্রান্তিক এবং ক্ষুদ্র কৃষকদের শস্য সংগ্রহ পরবর্তী সহযোগিতার মাধ্যমে দারিদ্র্য দূরীকরণ (Poverty Alleviation of Marginal and Small Farmer through Post Harvesting Support Program of Grains Trading) শীর্ষক প্রকল্প।
প্রকল্পের সংক্ষিপ্ত পরিচিতিঃ	পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের আওতায় প্রান্তিক এবং ক্ষুদ্র কৃষকদের শস্য সংগ্রহ পরবর্তী সহযোগিতার মাধ্যমে দারিদ্র্য দূরীকরণ (Poverty Alleviation of Marginal and Small Farmer through Post Harvesting Support Program of Grains Trading) শীর্ষক একটি প্রকল্প মোট ৬১০০.০০ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে জুলাই/২০১৬ইং থেকে জুন/২০২১ইং মেয়াদে বাস্তবায়িত হবে। প্রকল্পটি বাংলাদেশের নয়টি জেলার ৫০টি উপজেলার ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকদের শস্যের ন্যায্য মূল্য প্রাপ্তিতে সহায়তার মাধ্যমে তাদের আর্থিক উন্নয়নে ভূমিকা রাখবে। এছাড়া ফসল কাটা পরবর্তী সময় বিভিন্ন আয় বর্ধন মূলক কর্মকান্ডে ঋণ সহায়তার মাধ্যমে তাদের অতিরিক্ত আয়ের ক্ষেত্র তৈরি হবে। ফলে উল্লিক্ষিত প্রকল্পটি দরিদ্র, সংবেদনশীল মহিলা, শিশু ও পরুষদের জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন, আয় বৃদ্ধি এবং খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরনের মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচনে গুরুত্বপূর্ন ভূমিকা রাখতে সক্ষম হবে। এ প্রকল্প বাস্তবায়নের মাধ্যমে দেশের দরিদ্র জনিগোষ্ঠির মধ্যে ১৫,০০০ হাজোরেরও বেশী পরিবারের জীবন-জীবিকার মান উন্নয়ন সম্ভব হবে। প্রকল্প এলাকার সুফলভোগীদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন এবং আত্ম-কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে উল্লেখযোগ্য অবদার রাখতে সক্ষম হবে।
প্রকল্পের উদ্দেশ্যঃ	প্রকল্প এলাকায় প্রান্তিক এবং ক্ষুদ্র কৃষকদের খাদ্য নিরাপত্তা, দারিদ্র্যি বিমোচন, ঋণ সহযোগীতার মাধ্যমে শস্য সংগ্রেহের সময় মূল্য অস্থিতিশীলতাজনিত ক্ষতি হ্রাস, কৃষকদের জীবিকায়ন এবং সক্ষমতা বৃদ্ধির মাধ্যমে দারিদ্র্য মোকাবেলাকরণ। শস্য সংগ্রহ উত্তর প্রযুক্তিগত ও প্রক্রিয়াকরন সহযোগীতার মাধ্যমে গ্রামের প্রান্তীক এবং ক্ষুদ্র কৃষকদেরকে তাদের নিজ বাড়িতে ক্ষুদ্র বা বৃহৎ পরিসরে শস্য সংরক্ষন করে সুবিধামত সময়ে উক্ত গুদামজাতকৃত শস্য বিক্রয় করে অধিক আয় এবং কর্মসংস্থান সৃষ্টি এই প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্। এছাড়া প্রকল্পের সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্যসমূহ নিম্মরূপঃ ১. প্রান্তিক এবং ক্ষুদ্য কৃষকদেরকে তাদের উৎপাদিত শস্যের অধিক মূল্য পাওয়ার নিশ্চয়তা বিধান করা। ২. প্রান্তিক এবং ক্ষুদ্র কৃষক কর্তৃক উৎপাদিত শস্যের বাজারজাতকরনে প্রয়োজনীয় সহযোগীতা প্রদান করা। ৩. ঋণ সহযোগীতার মাধ্যমে প্রান্তিক এবং ক্ষুদ্য কৃষকদেরকে অধিক উৎপাদন বৃদ্ধিতে সহায়তা করা। ৪. গ্রাম সংগঠনের মাধ্যমে সামাজিক সম্পদের ক্ষেত্রে তাদের পরিবারের আয় এবং সম্পদ বৃদ্ধিতে সহায়তা করা। ৫. গ্রামীন জনগোষ্ঠির বিকল্প ও অতিরিক্ত কর্মসংস্থান সৃষ্টি করা।
প্রকল্পের মূল কার্যক্রমঃ	১. মূল্য সংযোজন সহযোগিতা (Value Addition Support) ২. অধিক লাভজনক শস্য উৎপাদনে সহযোগীতা (High Value Crop (HVC) Production Support) ৩. সংগঠিত জনগোষ্ঠীকে ঋণ সহায়তা প্রদান। ৪. সংগঠিত জনগোষ্ঠীর পুজি ও আয় বৃদ্ধি। ৫. নারীর সামাজিক উন্নয়ন ও সচেতনাতা বৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষন প্রদান। ৬. কর্মী এবং দরিদ্র জনগোষ্ঠীর সক্ষমতা বৃদ্ধি। ৭.শস্য উৎপাদন পরবর্তী সংরক্ষন কৌশল বিষয় প্রশিক্ষন প্রদান। ৮. গ্রামীন জনগোষ্ঠীর কর্মসংস্থান এবং অতিরিক্ত আয়ের সংস্থান।
সদস্য ভর্তিঃ	ক) নিজের এবং পরিবারের মোট আবাদযোগ্য জমির পরমিন ১.০০ একক বা তার বেশী এবং নিজে সরাসরি কৃষিকাজে কায়িক শ্রম দিয়ে থাকেন। খ) নিজে কায়িক শ্রমের মাধ্যমে অন্যের জমি বর্গাচাষ করে থাকেন। গ) কায়িক শ্রম পরিবারের আয়ের প্রধান উৎস। ঘ) বয়স সীমা ১৮ থেকে ৬০ বছরের মধ্যে হতে হবে। তবে কর্মক্ষম ব্যক্তির ক্ষেত্রে উপজেলা দারিদ্র্য বিমোচন কর্মকর্তা বিশেষ অবস্থায় সর্বচ্চো বয়সের সীমা শিথিল করতে পারবেন। ঙ) সংশ্লিষ্ট গ্রামের স্থায়ী বাড়ী থাকতে হবে। চ) সঞ্চয়ী মনোভাবাপন্ন হতে হবে। ছ) মানসিক ভারসাম্যহীন, মাদকাসক্ত, জুয়াড়ী, মামলাবাজ অথবা দন্ড প্রাপ্ত কোনব্যক্তি দলের সদস্য হতে পারবেননা।

ঋণ বিতরনের নীতিমালাঃ	সরকারী অর্থায়নে সল্প সার্ভিস চার্জে একজন সদস্য ২০,০০০ থেকে ১,০০,০০০ টাকা ঋণ গ্রহন করতে পারবেন। ঋণের মেয়াদ হবে ৬ মাস অথবা ১ বছর। বিতরকৃত ঋণের সার্ভিস চার্জ হবে ৬ মাসে ৩.৫% অর্থাৎ ১,০০,০০০ টাকায় ৩,৫০০ টাকা, এবং ১ বছরের ক্ষেত্রে ঋণের সার্ভিস চার্জ হবে ৭% অর্থাৎ ১,০০,০০০ টাকায় ৭০০০ টাকা। উক্ত ঋনের টাকা মাসিক কিস্তিতে পরিশোধ করা যাবে।
সঞ্চয়ের সুবিধাঃ	১.সাধারন সঞ্চয়ের ক্ষেত্রে সদস্যদের জমাকৃত মোট টাকার উপর ৫% মুনাফ মুনাফা প্রদান করা হয়। ২. সোনালী সঞ্চয় স্কীমের ক্ষেত্রে সর্বনিম্ন মাসিক ১০০ টাকা এবং ১০০ টাকার গুনিতক হারে যতখুশি জমা এবং একাধিক হিসাব খোলা যাব। প্রতিটি হিসাবে ১০বছর মেয়াদে ১০% হারে মুনাফা প্রদান করা হয়। ৩. লক্ষ টাকা সঞ্চয় স্কীমের ক্ষেত্রে হিসাবের মেয়াদ হবে ৩-১০ বছর। নির্দিষ্ট মেয়াদান্তে ১,০০,০০০ টাকা পেতে ৫০০ থেকে ২৫০০ টাকার মধ্যে হিসাব খোলা হয়। ৪. নবজাতক সঞ্চয় স্কীমের ক্ষেত্রে হিসাবের মেয়াদ হবে ১২ বছর। সদস্যদের শিশু জন্মের প্রথম দিন থেকে ৫বছরের মধ্যে এই হিসাব খোলা যাবে প্রতি মাসে সর্বনিম্ন ২০০ টাকা থেকে সর্বোচ্চ ৩০০০ পর্যান্ত জমা করতে পারবেন, একজন শিশুর নামে সর্বোচ্চ ২টি হিসাব খোলা যাবে, নিয়মিতভাবে প্রতি মাসে জমাকৃত টাকা ১২ বছর পর দিগুন প্রদান করা হয়। ৫. মেয়াদী সঞ্চয় স্কীমের ক্ষেত্রে সর্বনিম্ন ৩,০০০ টাকার হিসাব খোলা হয়। ১,০০০ টাকার গুণিতক হারে যতখুশি জমা এবং একাধিক হিসাব খোলা যাবে, সাড়ে ৮ বছরে টাকা দিগুন হয়। বিঃদ্রঃ উপরোক্ত সঞ্চয় সমূহ যেকোন সময় সদস্য চাহিবা মাত্র ফেরত প্রদান করা হয়।
প্রশিক্ষনঃ	সদস্যদের বিভিন্ন সময় তাদের চাহিদা মাফিক কৃষি ভিত্তিক গবাদিপশু, হাস-মুরগি পালন, বিপনন ও প্রকৃয়াজাতকরন ও শস্য সংরক্ষন সহ বিভিন্ন প্রকার দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষন দেওয়া হয়।
ভান্ডারিয়া কার্যালয়ে বিভিন্ন কার্যক্রম সমূহঃ	১.সুবিধাভোগী সদস্য সংখ্যা ১৮৮ জন। ২. সুবিধাভোগী সদস্যে প্রশিক্ষন সদস্য সংখ্যা ৩০০ জন। ৩.সুবিধাভোগী সদস্যদের সঞ্চয় আমানত ২৯.৭১ লক্ষ টাকা। ৪. সুবিধাভোগী সদস্যদের ঋণ বিতরন ১৫৮.৪৭ লক্ষ টাকা। ৫. সুবিধাভোগী সদস্যদের নিকট থেকে ঋণ আদায় ১২২.২১ লক্ষ টাকা। ৬. সুবিধাভোগী সদস্যদের নিকট থেকে ঋণ আদায়ের হার ৯৯%। ৭.সুবিধাভোগী সদস্যদের নিকট পাওনা ঋণ ৪৬.৯১ লক্ষ টাকা। ৮. সুবিধাভোগী সদস্যদের নিকট খেলাপী ঋণের পরিমান .৬৪ লক্ষ টাকা।